



দৈনিক বাংলা

তারিখ: বৃহস্পতিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৫; ২রা মার্চ, ১৯৮৯

কম্পিউটার প্রচলন ও শিক্ষা

স্বাধীনভাবে বলা হয়, একুশ শতক হবে কম্পিউটারের যুগ। এ যুগের সত্যতা অনস্বীকার্য। তবে সে সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করতে হয় যে এতে আদত সত্যটিকে বরং খাটো করেই দেখা হয়েছে। কম্পিউটারের যুগ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। উন্নত প্রযুক্তিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ঠিকের রাখারও উপায় নেই। আমাদের গত পঞ্চাশ বছর সমাজেও বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কম্পিউটার চালু হয়েছে। সরকার এ ধরনের সকল সংস্থায় কম্পিউটার চালু করার উদ্দেশ্যে একটি বোর্ডও গঠন করেছে। কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও কম্পিউটার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কম্পিউটার আমাদের মঙ্গল ক্ষেত্রে বিপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

শ্রুতি ও সময়ের সাপেক্ষে এই কম্পিউটার উন্নত প্রযুক্তির আধিক্যবৃত্ত। কম্পিউটার ব্যবহারের জন্যে তাই প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য। এই দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উন্নত বিশ্বে এক যুগ আগ থেকেই কম্পিউটারকে শিক্ষাসূচীর আওতায় এনে বিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের দেশে কম্পিউটারের যেটুকু বিস্তার ঘটেছে তার উপযুক্ত প্রমত্তিও আমাদের নেই। উচ্চতর পর্যায়ের সীমাবদ্ধ শিক্ষা সুযোগ চাহিদা মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত হতে পারে না। স্কুল কলেজের পাঠসূচীতে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা অই একটি শূন্য এবং জরুরী সিদ্ধান্তেরই ইঙ্গিতবহ।

কম্পিউটারকে অবশ্যই সাধারণ বিদ্যালয় পর্যায় নিয়ে যেতে হবে। তবে আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং সুযোগের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে কত দূর এগোনো সম্ভব, তা ভেবে দেখার বিষয়। সময় আমাদের জন্যে বসে থাকবে না। তাই দেশ প্রাতিষ্ঠান আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জরুরী প্রয়োজন নোর কথা ভাবা যায়। কম্পিউটার সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নত জনশক্তির অভাবে বৈদেশিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করবে।

আমরা একটি বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের নিয়াদ যে অনেক তাতে বাংলা সঙ্গে ইংরেজীর কোন ই। সামান্য গবেষণার মাধ্যমেই তাই কম্পিউটারের কাজ করার গত পঞ্চাশ উদ্ভাবনের সম্ভাবনা একাডেমীর আওতা অনুরূপ গবেষণার ব্যবস্থা জিঁত সাফল্য বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যব্যাপকত্ব করে তুলতে হবে। তবে তারও কম্পিউটার নিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তার।